কোরা কাপড়, গিঁট এবং পাপ সমুদ্রের মতো কবিতা

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

['সংযোজন' অংশ বাদে এ লেখার প্রথম অংশটি 'ইস্রাণী সাহিত্য', মে-৯৪, সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।—সম্পাদক]

১. ☐ It is necessary to return to zero first. ☐ Godard উৎপলকুমার বসুর কবিতার মুখোমুখি, প্রথমাবধি, গিয়ে দাঁড়ালেই আমার কানে ভেসে আসে কিছু, এবং যার আড়াল থেকে তাঁর, গোদারের, জয় অফ লার্নিং-এর চরিত্রটি, প্যাট্রিসিয়ার সেই অমোঘ মন্তব্য[১] যে, 'I want to learn, to teach myself, to teach everyone that we must turn back against the enemy that weapon with which he attacks us : Language', ভাষা। এবং উৎপলকুমার বসুর কবিতা। খেই হারিয়ে যায় এরপরে। টের পেতে থাকি দৈনন্দিনতার চামড়া ফুঁড়ে 'কবিতা' বলতে যা বোঝায়, যা বুঝেছি আমি, এতদিনে, ত্যুর ইফেলের দান-বিকতায় তা যেন এসে আছড়ে পড়ল আমার বোধে। চোখ বন্ধ হয়ে আসে আমার, এবং যেন সন্ধ্যার প্রথম কুমারীআঁধার, সবকিছু ফুঁড়ে ঝলসে ওঠে একের পর এক ছবি,

ছবিগুলি তাঁর, আবছা। আমি টের পেতে থাকি ওঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার[২] উৎসর্গ পত্রের ঐ বজ্রসম শব্দগুচ্ছকে যে, 'একদিন, যখন সময় হবে, বোসো এই কাব্যের পাশে।' যখন সময় হবে— বলছেন উনি, শুনতে পাই— 'যখন সময় হবে'! কেটে-কেটে, থেমে, যার রক্তের গভীরে নিহিত থাকল ঐ 'আমি স্তব্ধতাকে ভালবাসতে শিখব আরো বেশি কথা বলে।'[৩] ফের যেন উল্কাসম কোনোকিছু, ফের, ফিরে আসে ঐ শব্দ, প্যাট্রিসিয়ার ঠোঁট থেকে, যে Language, এবং এবার, টের পাই, এ-ফেরার চরিত্র আলাদা, কিঞ্চিৎ। বলে নেয়া ভাল, উৎপলকুমার বসুর 'কবিতা' বলতে কী যে বোঝায় ঠিক জানি না আমি। আমার কিছু অন্ধকার আছে, ব্যক্তিগততম কিছু, অতীতে-আবছা সিপিয়া এবং রঙহীন ছবিমালা আছে— উৎপলের লেখা, আমি বলি এখানে, ধাক্কা দিয়ে যায় ঐ ছবিরই ত্বকে, আলতো স্পর্শেই যা ফুঁড়ে জেগে ওঠে সূর্যাস্তের সোনালিতে জন্ম-নেয়া ময়ূরীটির অস্তিত্ব-জটিল ডাক, যার, মধ্যে একাকার হয়ে রইল দেখুন ঐ 'নক্ষত্রে সাজানো ডানা' তার : 'নির্দেশে'র গভীরতা থেকে উঠে এসে, উন্মাদ, যা চকিতের ঝাপটে চুরমার করে দেয় আমাদের সাজানো-গোছানো বেঁচে থাকার ঘর-সংসার। অতীতের রঙ ভেদ করে উঠে আসে এইসব, এতাকিছু, স্পর্শের অতীত এইসব। টের পাই, আর চোখে পড়ে সন্ধ্যা থেকে সন্ধ্যার অতীত অন্য কোনো সন্ধ্যার আদিম না-বোঝা ভেদ করে, ছিন্ন ভিন্ন করে লাফিয়ে উঠল কেউ, কোনো কিছু, যার পেছন-পেছন জঙ্গলের মর্মে ছুটে চলেছে বনকুকুরের সারি পেছনে লুব্ধক… সমুদ্রমন্দির…

২. ☐ The image serves neither as illustration nor support for thought, ☐ Sartre

আমি জানি না কাকে শূন্য বলে, 'জিরো'র অর্থ জানা নেই আমার। ফলে আমাকে এ-লেখায় হাতড়াতে হবে এবং যেন প্রথম অক্ষর-পরিচয় হল এভাবেই, দেখি, খুলে যাচ্ছে নতুন জগৎ। এবং আমার মনে পড়ে সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে বোধিধর্ম[৪]-এর কথোপ-কথনের শেষাংশ, যে : 'কিন্তু হে প্রভু, আমি যখন আমার মনের খোঁজ করছি কই দেখা তো পাচ্ছি না তার।' এবং জবাবে বুদ্ধের নিস্তাপ চোখ তুলে তাকানো, 'there! I have pacified your mind'[৫] বুদ্ধের এই কথা থেকে কিছু পাইনি আমি, কেবল সামান্য কেঁপে-ওঠা বাদে, শিহরণ বাদে। এবং টের পেয়েছি, হয়তো এই সেই জিরো, শূন্য, হয়তো, যা 'কবিতা' বলতে আমি যাকে অনুভব করি আদিম দেবতাদের সেই হো হো হাসির স্তব্ধ উল্লাসটুকুকে ছড়িয়ে ব্যাপ্ত করে দেয় আমাদের মধ্যে, যার পরে বদলে যেতে থাকে জীবন, এবং ঐসব টুকরো টুকরো ছড়িয়ে থাকা যার মধ্যে একাকার, সেই ধারণাও।

ভাষা-বিষয়ক কথা আসে এরও পরে। সরলতা মিরর হাউস[৬] থেকে শুনি ভেসে এল স্বরগুচ্ছ, উনি বলছেন শোনা যায়, 'যদি স্পষ্ট মনে পড়ে আমার পানীয় ছিল সারাৎসার— পৃথিবীকে ভরাট লেবুর / মত মনে হয়েছিল— ব্যথা-বেদনার দূর মাস্তুল,

কুম্ভীপাক ঘুরে গিয়েছিল দেখে / আমারই মুঠোর মধ্যে ঐ গোল অর্থহীনতা— ফাঁপা নিষিক্ত ও সহিষ্ণু জীবন / ও জীবনব্যাপী কলরোল…'[৭] এবং টের পাই, উৎপলের কবিতা বলতে ঠিক যে কী তা ছেয়ে গেল আবছা রহস্যময়তায়, যার আবরণ ভেদ করে ছেঁড়া-ছেঁড়া উড়ে আসে দেখি উচ্চারণ 'আমার চেতনা শুধু শব্দের করস্পর্শে ভেঙে যায়। / অথবা তাকেই খুঁড়ে ফেলি যেন উদ্বেলিত'।[৮] টের পাই এ-ও যে যদিও কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ওঁর মোট পাঁচটি, '৬১-তে বেরুনো 'চৈত্রে রচিত কবিতা' থেকে সাম্প্রতিক '৮৬-র 'খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন' পর্যন্ত, তবু বই ধরে ধরে সালতামামি নির্ভর, বিবর্তনমুখী কোনো আলোচনা ওঁকে নিয়ে অসম্ভব, আমার পক্ষে অন্তত ; আমি কেবল পারি ওঁর খুঁড়ে আনা দৃশ্যচ্ছবির সামনাসামনি নিজেকে মেলে ধরতে, সাড়া দিতে, বাধ্যত। ফলে এ-লেখায় শেষাবধি দেখা যাবে পাঠকের ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য উন্মোচিত ঐ নিষিদ্ধ পারমাণবিক চুল্লির মুখোমুখি এক নেহাতই মানবকের আত্ম-সমর্পণ, নিরুপায়।

কবে থেকে লিখছেন উৎপল, পঞ্চাশের কোন সময় থেকে, তাঁর লেখার কৃত্তিবাসের উত্তেজনাময় দিনগুলোর ভূমিকা কতটুকু তাহলে এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাব না আমরা, বললাম। কেবল মাথা ঘামাব গোদারের ঐ 'জয় অব লার্নিং'-এর চরিত্র প্যাট্রিসিয়ার উক্তি নিয়ে, যে 'the eye must listen before it looks', দৃষ্টি এবং শোনা এই দুয়ের মধ্যে শুদ্ধতায় যোগাযোগ যা নির্মাণ করতে পারে তা, গোদারও জানেন, কবিতা। গোদারের ছবিতে তাই বারবার উড়ে আসে তারা, কবিতারা। তাদের রোমাঞ্চকর সমস্ত অভিযানই ছবি গোদারের। এবং ঐ মন্তব্য, যে, the 'eye must listen…'। চোখ কথা শোনে! ভাষা। সে শোনবে সুরেন ব্যানার্জি রোডে নির্জনতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্ত, টের পায় ফুটপাতে কেনা শান্ত নতুন চিরুনীটিকে, যার দাঁতে লেগে আছে কোনো স্ত্রীলোকের দীর্ঘ কালো চুল, টের পায় সম্ভাবনাহীন পাহাড়ে-জঙ্গলে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে-আসা বসন্তকে, শুনে নেয় একলা এক ময়ূরের নিঃসঙ্গ কেকাধ্বনি, আর টের পায় দূর থেকে রহস্যময় চাঁদের অতর্কিত সমর্থনের মতো সাড়া দেয়াটুকু। শুনতে পায় উচ্চারণ, ফিসফিসে, 'বেঁচে-থাকা ক্রমশই আমার কাছে নিয়ে আসছে ফুল আর শবাচ্ছাদন / কার শব!' হয়ত আমার নয়— এরপর আর্তনাদের মতো শোনায়। চোখে পড়ে ঐ ঘর, যে ঘরে সজল থাকত, সজলের বউ আর মেয়েটি থাকত। ঐ ঘর, বলে নিই আমি, আমাদের নিজস্ব রাজ্যপাট, যার কোনো সীমানারেখা নেই কেবল কানাকড়িমূল্যের ঝকঝকে নিয়তিতাড়িত এক 'থাকা' আছে। রয়ে যাওয়া আছে।

এ-বাদে কবিতা নেই কোনো। মৃগতৃষ্ণার মতো আমাদের এই পৃথিবীতে আর কোনো আলো নেই। জেগে-ওঠা নেই। জেগে-ওঠার অভ্যন্তরে নেই কোনো ঘন শিহরণ। উৎপলের কবিতাকে, ফলে, আমি বাধ্য হয়েছি এই 'থাকা'-রই আভায় পাঠ করে নিতে। পাঠ, নির্জনে, যার শ্রোতা আমার অভ্যন্তরস্থ সেই আরেক আমি, সেই নিরক্ষর, যার কাছে

প্রশ্ন 'Whether the world is a dream or the dream is the world.'৯— প্রশ্ন, উত্তরহীন।

৩. ☐ Hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour. ☐ Blake

সম্ভবত, মনে হচ্ছে, কবিতা হল সেই উপলব্ধি, যার উচ্চতা ভোক্তাজনের পক্ষে অন্য ভোক্তার জন্যে ধরে দেয়া প্রথমত অসম্ভব। তবু, আমার যেটা ধারণা, তা হল, কতকগুলি চিহ্নের, সিম্বলের দেয়া-নেয়া হতে পারে, নিদেনপক্ষে। এবং উৎপলের লেখা থেকে এই চিহ্নগুলিকেই বার করে আনতে চেয়ে আমি এখন দেখছি, বোধ হয় একটা স্তরের পর তা-ও সম্ভব নয় আর এবং এইখানেই আমার মনে পড়ে যায় লাও-ৎসে কে, যে, 'He who knows does not speak/He who speaks does not know'১০।

উৎপলের কবিতা-বিষয়ে সবথেকে বড় 'জানা', 'knowing' এই যে, জানা কোনোরকম ঘটনা নয় মাত্র, বরং ঘটনার মারফত চেতনার সঙ্গে চেতনার-ই বলা ঠিক হবে আরো, সংঘর্ষ থেকে জাত অ্যাটিচ্যুড কোনো। উৎপল মূলত কাজই করেন এই অ্যাটিচ্যুডটাকে নিয়ে, গদ্য-পদ্য সর্বত্র। নাড়াচাড়া করেন। এই নাড়াচাড়া করতে করতেই, যেভাবে ক্যালিডোস্কোপে হয়, সবকিছু নড়ে গিয়ে সৃষ্টি হতে থাকে একের থেকে আরো-এক। জানা-বলতে ঠিক কী যে বলতে চাইছি পাঠক শুনুন দয়া করে না হলে বোঝা নয় কেবল, টের পেয়ে শিউরে ওঠাও যাবে না পর্যন্ত সমস্ত দিন নীলিমায় গৃধিনীর অনন্ত পতনের সঠিক অর্থ কী।

এবং আমি এও দেখি যে, ঐ অ্যাটিচ্যুডই দাঁড় করিয়ে নিল শব্দগুলিকে টানটান করে আর উৎপল আমাদের বাধ্য করলেন পাগল প্যানের শিস বলতে ঠিক কোন আলোড়নকে বোঝায় তা অনুভব করে উঠতে, কোনো অবলম্বন ব্যতিরেকেই। বলতে কি, পঞ্চাশের হাতে-গোনা কবিদের মধ্যে উৎপলই বোধহয় একলা যাদুকর, অসহায়ভাবে যিনি তাঁর নিজের যাদুর মধ্যেই ধীরে বন্দী হতে হতে শেষাবধি, গম্ভীর, ফেটে পড়েছেন 'বোবা ও বধির আমি, এই রাত্রির মত, ঐ বাদুড়ের মত, ঐ কামটের মত আমি / গতিময় অথচ নিশ্চল' (তদন্ত/২, লোচনদাস কারিগর)— যার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য ফের ঐ এক যে, কী অর্থ এর, এ-কবিতার? এবং এই শেষবাক্যের মতো আবারও আমার জবাব ছুটে যায় দেখি, 'জানি না'— যার পশ্চাৎপটে ঐ ব্যাপক নিরক্ষরতা, রাত্রির প্রান্তে জ্বলে জ্যোৎস্নাময়ী সিঁথি যার / সেই মেয়ে, আমার প্রেতিনী, কামড়ে ধরেছে দাঁতে এ মর-জগত' (ধূসর আতাগাছ / ৫, পৃ-৫০)। টের পাই অন্ধকার ভেদ করে অলৌকিক পশ্চাদ্ধাবন সেই— তারপর চাঁদ ওঠে। গোল থালার মতো বিশাল চাঁদ এক।

> '"কাঠের আকৃতি কেমন…' তিনি জানতে চান।
> 'মৃত সমস্ত কিছুরই আকৃতি এক। তারা আকৃতিহীন।'"
>
> (ধূসর আতাগাছ। পৃ. ৫১)

ঝলমলে শুয়োপোকাটি এগিয়ে আসছে দেখি সকালের দিকে। কবিতা শব্দটির জন্ম-শব্দ শুনতে পাই ঠিক তখনই। তখনই ঘণ্টা বেজে ওঠে।

এবং এ-ও কি শোনা যায় না, যে, 'সাহিত্য অ্যা-মর‍্যাল, অ-সামাজিক (এই অর্থে যে সামাজিক উত্থানপতনের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই) এবং সৌন্দর্যহীন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আসলে 'আগলি', পিশাচসিদ্ধ, নোংরামিতে ভরা।' (ধূসর আত্যাগাছ / ২, পৃ-৪৬) কবিতা-বিষয়ে, উৎপলের, টের পাই, আমার যাত্রা ফের শুরু হতে চলেছে। চোখে পড়ে ঝলমলে শুয়োপোকাটি, যে এগিয়ে আসছে, অনবরত।

[লেখাটি উৎপলকুমার বসুর কবিতা বিষয়ে নানা সময়ে করে রাখা কিছু খসড়া নোট্‌সের একত্রিত রূপ। কখনও পূর্ণাঙ্গ লেখাটি লিখতে পারব কি? জানি না]

□

সংযোজন □ ১

Not to solve it, as if it had a meaning, nor even to perceive its absurdity (which is still a meaning) but to ruminate it 'until the truth falls out' □ Barthes

উৎপলের লেখালেখির মুখোমুখি আমার বার্থের এই নিষিদ্ধ দিগন্তযাত্রাকেই মনে পড়ে, বারবার। নিষিদ্ধ দিগন্তযাত্রা, যতক্ষণ না, ঐ, খসে পড়ে সত্যের সমস্ত নির্মোক। মনে পড়ে এবং টের পাই কলেজ দ্য ফ্রাঁসে ১৯৭৭-এর জানুয়ারি মাসে দেয়া বক্তৃতায় বার্থ কেন কারনন্‌স্কিকে উদ্ধৃত করে পৌঁছে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই রন্ধ্রনক্রিয়ার প্রসঙ্গে যার অনিবার্য লবণটি হল 'শব্দ'। বার্থের মত ছিল, যেখানে জ্ঞান হল বিষয় সেখানে শব্দ লবণ-মাত্র, এবং 'It is this taste of words which makes knowledge profound, fecund.' ১১ টের পাই 'সাহিত্য' শব্দটি এতক্ষণে বদলে ফেলল চেহারা তার, বদলে ফেলল এবং উৎপল, কানে এল, বলছেন গোধূলিনির্ভর সূর্যের যাত্রাপথের কথা।

আগে, এ-লেখায় পাঠক দেখবেন অ্যাটিচ্যুডের প্রসঙ্গ এসেছে। এসেছে, উৎপলের লেখা পড়তে গিয়ে আমার কাছে 'অ্যাটিচ্যুড' ব্যাপারটারই চেহারা মূলত স্পষ্ট হয়ে ওঠার কারণে। অর্থাৎ, জটিল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা মাথায় নিয়েও আমি বলতে চাইছি, উৎপল আসলে যা লেখেন তা ঐ 'অ্যাটিচ্যুড'। এবং, বিষয়ের প্রতি নয় বরং 'অ্যাটিচ্যুড', শব্দের প্রতি। শব্দের পর শব্দ বুনে-বুনে, এক অ-পূর্ব শূন্যতার দিকে যেভাবে চলে যায় দৃশ্যের অতীত কোনো আলো, উৎপল ধরতে চান শব্দকেই কেবলমাত্র। এবং যেটা আসলে উৎপলের 'কবিতা' তা মূলত ঐ ধরতে চাওয়াটুকুই, কেবলমাত্র, যাকে বোঝানো যায় না।

প্রশ্ন হবে হয়তো যে, 'বোঝানো যায় না' আমি বলছি কেন। এবং এর জবাব দিতে গেলে পাঠককে ফের আমি ফিরে যেতে বলব বার্থের ঐ বক্তৃতায়, যেখানে বার্থ ভাষার হাত থেকে মুক্তির কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'মিসটিক্যাল সিংগুলারিটি'-র কথা সরাসরি।[১২] এবং পাঠক লক্ষ করুন, এখানেই ফের ফিরে আসতে বাধ্য এ-লেখায় বারবার উদ্ধৃত জেন-প্রসঙ্গ, যেখানে বলা হয়েছে সেই 'শিল্পের অতীত শিল্প'-র কথা[১৩]; আসতে বাধ্য চিহ্ন এবং যুক্তিবোধের অতীত সেই না-অর্থের কথাও। আমাদের মনে পড়ে যেতে বাধ্য ফুকোকে, যিনি তাঁর 'ল্যাংগুয়েজ, কাউন্টার-মেমরি, প্র্যাকটিস'-এর পাতায় নিচু গলায় বলে উঠেছিলেন অন্য এক 'ভাষা'-র কথা, যা কিনা তাঁর মতে, 'দ্য ইমেজ অফ অ্যাকচুয়াল ল্যাংগুয়েজ' ব্যতীত কিছুই নয় আর। এবং এই এখানেই আমরা টের পাই ফিরে এল উৎপল বসু-র কবিতা, ফের, যার ছত্রে ছত্রে মিশে রয়েছে সমুদ্রফেরীর গান, শব্দহীন ভোরের বাতাস, শেষ রাত্রির মাংস, আর ধ্বংস ও সূর্যোদয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া অন্ধকার— প্রিয় অন্ধকার। আমার বলতে লোভ হতে থাকে কবিতা, ঐ অন্ধকারই কবিতা, যার ঠোঁট নড়ে উঠলে আয়নার ওপার থেকে ছুটে আসবেই সেই ফুলের আঙুল, যারা গোপনতা জানে; এবং এ-ও যে, ঐ গোপনতা, আত্মার— 'বেঁচে থাকা' নামক আয়নার মধ্যে দিয়ে যা যোগাযোগ গড়ে নেয় 'মৃত্যু' নামের শান্ত বিদ্যুৎটির সঙ্গে।[১৪] উৎপলের লেখাকে হাড়েমজ্জায় অনুভব করেছেন যিনি তাঁর মনে থাকার কথা অবশ্যই 'চৈত্রে রচিত কবিতা'-র ছত্রে ছত্রে মিশে-থাকা রক্তে লীন দেবায়তন, উন্মার্গের গোধূলি, চিরতুষারময় সৌগতের সমাধিমন্দির ইত্যাদিকে— যা দিয়ে, ঐ যাকে আমি বলছি আত্মার গোপনতা, তার দিকে, সামান্য হলেও, এগিয়ে যাওয়ার এবড়োখেবড়ো এক পাহাড়ি পথ উৎপল নির্মাণ করে নেন দেখা যায়, যে পথ ব্যতীত সেই মুহূর্তে পৌঁছনো অসম্ভব যেখানে গিয়ে, বার্থ বলবেন, 'ভাষা স্তব্ধ হয়ে যায়'।[১৫] এবং বলার এখানে যে, উৎপলের লেখায় এই স্তব্ধতা, এই, এ-কেই মূলত টের পাওয়ার, যার অন্তস্থ নৈঃশব্দ ভেদ করে কেবল উঠে আসে প্রশ্ন : 'কোন মৃত্যু ঔদাসীন্যহীন'?[১৬] কোন মৃত্যু? কোন? আমার মনে পড়ে যেতে থাকে হাইজেনবার্গকে, এই প্রশ্নের মুখোমুখি, যিনি সরাসরি বলতে পেরেছিলেন যে, 'আমরা যা দেখি তা নিজে প্রকৃতি নয় বরং প্রকৃতি নিজেকে আমাদের কাছে উন্মুক্ত করে দেয় আমাদের প্রশ্ন করার পদ্ধতির সামনে'।[১৭] টের পাই এই প্রশ্নের পথে ধীরে স্তব্ধ হয়ে আসছে সব কিছু। এবং পাশাপাশি সেই জেন ঋষিকেও মনে পড়ে, যাঁর মতে, জেনকে জানার আগে পাহাড় পাহাড়ই থাকে, নদী নদীই এবং যে মুহূর্তে মানুষ জানার পথে পা বাড়ায়, পাহাড় পাহাড় থাকে না, আর নদীও থাকে না নদী, আর যে-মুহূর্তে মানুষ জ্ঞানকে লাভ করে সে-মুহূর্তে পাহাড় তার কাছে আবার পাহাড়ই হয়ে যায়, নদীও পর্যবসিত হয় নদীতেই, কেবলমাত্র। আমি, পাঠক, বলতে চাইছি লেখা[১৮]-র মাধ্যমে উৎপল, শব্দকে অবলম্বন করে ঐ 'জানা'র পথেই পা বাড়াতে চেয়েছেন।[১৯]

সংযোজন ☐ ২

A writer is not someone who expresses his thoughts, his passion, or his imagination in sentences, but someone who thinks sentences : *A Sentence-thinker*. ☐ Berthes

আমি টের পাচ্ছি, ধীরে এ-লেখা জটিলতার মধ্যে দিয়ে আলোকরেখার মতো অন্য কোনো সরল জটিলতার পথে পা বাড়াচ্ছে। এবং প্রথম এ-ও যে, ধীরে এ-লেখা 'হয়ে' উঠতে-উঠতে নির্মাণ করে নিচ্ছে আমার নিজেরও ভাবনার আরেকটি টেক্সচার যা, পাঠক-হিসাবেই, আমি নিজেও অনুসরণ করছি। এবং পাশাপাশি, টের পাচ্ছি সেই স্পর্শ যাকে বার্থ বলবেন 'bliss', বলবেন 'happening', যা-কিনা ভাষার মধ্যে অনবরত ঘটে চলে 'রচনা করা' নামক কাজটির মারফত। এবং পাঠকের সন্দেহ, জানি না, হতেও পারে এমন যে, এখানে আমি পা বাড়াচ্ছি আমার সীমানার বাইরে হয়তো বা, আসলে, উৎপল যা লেখেন, যে লেখাকে ভাবেন, যে ছাঁব দেখেন নিজে এবং দেখাতে চান পাঠককে, আমার ধারণা, তাকে প্রচলিত 'অর্থে'-র চেহারায় অনুবাদ করার বদলে যেটা জরুরি তা হল তাকে খানিকটা হলেও ভাষা-চেহারার বাইরে টেনে আনা, এবং বলে দেবার নয় নিশ্চয় এটা যে, ভাষা-চেহারার বাইরে এ-লেখাসমূহকে, উৎপলের, টেনে যদি আনা যায়, সত্যিই, তাহলে তা 'প্রমাণ' করবে না কিছুই, কেবল উগড়ে দেবে আরও কিছু happenings', উৎপলের লেখাকে অবলম্বন করে, বা না-করেও অনেকাংশে, যা রচনা করতে থাকবে ভিন্ন চেহারার আরেক চিহ্নসমূহের অবস্থান[২০], যা সন্দেহ নেই, পাঠক-আমার বোধকে আক্রান্ত বা প্রলুব্ধ করবে আরও কোনো ভিন্ন রহস্যের গভীরে পা বাড়ানোর জন্য। এবং আমার ধারণা, বাংলা ভাষায় জীবনানন্দ-পরবর্তী সময়ে এসে উৎপলের লেখা সেই অন্যতম বৈশিষ্ট্য-বহনকারী, যাকে অবলম্বন করে এ-যাত্রা সম্ভব, সম্ভব বার্থ যাকে বলবেন 'লিমিট-ল্যাংগুয়েজ' তার পরিসরে আভ্যন্তরীণ বদল, যা কিনা যে কোনো দেশেরই, কবিতার ক্ষেত্রে অন্তত, অত্যন্ত জরুরি। ☐

[উৎপলকুমার বসুর কবিতা-বিষয়ে আরও ছটি নোট্স সংযোজিত হল এখানে। আপাতত এ-টুই এ-লেখার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গরূপ হলেও বলা বাহুল্য কখনোই চূড়ান্ত রূপ নয়। অন্য পরিসরে এ-নিয়ে ফের বসা যাবে।]

---

১. বাণীও কি, নয় ?
২. শ্রেষ্ঠ কবিতা / প্রতিভাস, ১৯৯১
৩. রণনিমিত্ত হৃদয় আমার / লোচনদাস কারিগর
৪. বুদ্ধদেব। গৌতম বুদ্ধ।
৫. *The way of Zen* / A. W. Watts. p-87
৬. সরলতা মিরর হাউস / ধূসর আতা গাছ

৭. স্মৃতি / ২ / শ্রেষ্ঠ কবিতা / পৃ-৩৪। এবং এ-ও বলার যে, এ-উদ্ধৃতির লেখাটুকু পাঠের সময়, আমি যেন রোকেতাঁ, বইয়ের পাতা ওল্টাতে থেকেছিলাম মনে আছে, প্রথমবার। এবং এও যে, ঐ সন্ন্যাসীর মতোই, আমি টের পেতে চাইছি মনকে, পাচ্ছি না। বুঝতে পারছি, পাওয়া যায় না। আর উনি বলছেন, 'একদিন, যখন সময় হবে, বোসো এই কাব্যের পাশে। / একে ভাঙা টেবিলের মতো তুমি কাছে টেনে নাও।···/···শোনো এ-ও কাশে। / থুথু ফ্যালে। তোলে হাই। ঘুম এলে চোখ বোঁজে। যেন কাল···' Language শব্দটি অর্থহীনভাবে বড় হয়ে উঠল, দেখি। ভেসে এল। আমি তাকে স্পর্শ করি। করা মাত্র, যেভাবে শিমুল তুলো ছড়িয়ে যায়, ওড়ে, / গিয়ে ছিটিয়ে যায়। স্বর। শুনতে পাই তিনি বলছেন 'ডাকো, যারা কবিতার বিরুদ্ধতা করে / আজ ঈগলের পাখিদের রাজা স্বচক্ষে দেখুক।' (শ্রে. ক. / পৃ. ৩৫) দেখতে পাই কার্তিকের জ্যোৎস্না ভেদ করে উড়ে গেল ঐ বিশাল বেলুনটি। ভাষা···'বৈশাখ দুপুরে দূর বিমানের ধাতু আলেয়ায়। বিপুল এয়ারোড্রোম পড়ে আছে বৈমানিকহীন' (শ্রে. ক. / পৃ. ৫৬)।

৮. চৈত্রে রচিত কবিতা/১৪

৯. Bande A Part (১৯৬৪) ছবিতে, গোদারের, এই রকম করেই ভেবেছে একটি চরিত্র, ফ্রাঞ্জ।

১০. *Tao Te Ching :* Lao Tse, Ch-8

১১. Lecture (In inauguration of the chair of Literary semiology, College de France, Jan. 7, 1977): Roland Barthes / The *Oxford Literary Review* / Autumn '79 / Vol 4 No. / p 35-36.

১২. এবং এই এখানেই, আমার ধারণা, কবিতা হল সেই শিল্প যা শব্দ দিয়ে শব্দের অতীতে যাবার, অনর্থক হলেও, প্রচেষ্টা, যা কিনা বলা বাহুল্য প্রাণান্তকর।

১৩. *Zen in the Art of Archery :* Eugen Herrigel

১৪. পাঠক খেয়াল রাখুন ফুকোকে, যিনি বলবেন সেই অন্তহীন দুর্ভাগ্যের কথা, বলে উঠবেন 'Boundless misfortune, the resounding gift of Gods, marks the point where language begins;' (*Language, Counter memory, Practice*/M. Foucault/p 54) এবং ঠিক তার পরপরই আসবে মৃত্যুর সীমার ঠিক মুখোমুখি, খুলে যেতে থাকা মৃত্যুর প্রসঙ্গও, পরপর, যাকে উনি চিহ্নিত করে উঠবেন 'infinite space' বলে, আচমকাই। এবং হে পাঠক, উৎপলের লেখা আপনি পাঠ করেছেন, এ-অন্তহীন স্পেস-ব্যতীত আর কী দিয়ে আপনি ছুঁতে পারবেন 'আত্মবিবৃতির মতো পিরামিড' ঐ!

১৫. *Empire of Signs* : Roland Barthes/p. 74

১৬. ফেরীঘাট : উৎপলকুমার বসু। শ্রে. ক, পৃ. ৪৭

১৭. *Physics and Philosophy* : W. Heisenberg/ p. 58

১৮. পাঠক নজর রাখুন, আমি 'কবিতা' শব্দটি ব্যবহার করিনি এখানে। বলেছি 'লেখা', 'টেক্সট'।

১৯. যাঁরা উৎপলকে চেনেন তাঁদের মনে থাকতে পারে যে, ব্যক্তিগত আড্ডায় উনি বারবার এক ধরনের 'ভয়েস'-এর কথা বলেন, যা উনি শুনতে পান। এই 'ভয়েস' যে ঠিক কী, এর কোনো রহস্যময় মিস্টিক চেহারা আছে কিনা এসব নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাবার, ঘামান ; আমি কেবল সন্দেহ তুলতে চাই এই বলে যে, এই ভয়েস হয়তো রিয়েলিটির অন্তস্থ অন্য কোনো রিয়েলিটির স্বরব্যঞ্জনা, কবি যার মাধ্যমে পেতে থাকেন এ-লেখায় খানিক আগে বলে নেয়া ঐ 'এবড়ো খেবড়ো পথ' নির্মাণের মনোবাস্তবিক উপাদানগুলিকে।

২০. আরেক চেহারায় উৎপল নিজেও এ-কাজ করেছেন পাঠক খেয়াল করে থাকবেন হয়তো 'প্রকৃতির ছবি' নামের লেখাটিতে, ওঁর 'আবার পুরী সিরিজ'-এর পাতায় (পৃ. ১৫ ও ১৭/ শ্রে. ক. / পৃ. ৩৭ ও ৩৮), 'আবার পুরী সিরিজ'-এর সময় 'প্রকৃতির ছবি' লেখাটির প্রথম অংশের পুনর্লিখনকে স্বীকার করে নিয়েও আলাদা লেখার মর্যাদা দেননি উৎপল, অথচ 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-য় এসে পুনর্লিখন বলে স্বীকৃতি দিয়েও তাকে ভিন্ন রচনা বলেই মনে করছেন উনি। যিনি খেয়াল করে পড়বেন ও-লেখার অংশদুটি পাঠ করলেই টের পাবেন আমি ঠিক কী বা কতখানি বলতে চাইছি। ☐